দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... NOV 18 1999
পৃষ্ঠা 7 ... কলাম 6

20

ব্যবহারিক শিক্ষা নীতিই প্রণীত হবে □ শিক্ষামন্ত্রী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেছেন, আমাদের ব্যবহারিক কাজে লাগে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থাই দেশে প্রণয়ন হবে। বর্তমান সরকার বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাতেও বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।

গতকাল বুধবার নয়া শিক্ষানীতির ওপর এক মতবিনিময় সভায় তিনি একথা বলেন। এফবিসিসিআই'র সম্মেলন কক্ষে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সাথে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এফবিসিসিআই'র সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু এ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজনীতিতে ঐকমত্যে পৌঁছানো না গেলে শিক্ষাব্যবস্থাকেও সঠিক জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে না।

তিনি দাতা সংস্থাগুলোর সমালোচনা করে বলেন, তাদের অর্থ নিতে হয় বলেই তাদের কথায় আমাদের নাচতে হয়। অনেক কাজ উচিত না হলেও দাতাদের পরামর্শে করতে হয়; আবার প্রয়োজনীয় অনেক কাজ করা যায় না। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন, উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা দেশের জন্যে অত্যন্ত জরুরি; কিন্তু এ দু খাতে দাতারা মোটেই অর্থায়নে রাজি নয়। তারা বলে, এটার দরকার কি? তোমাদের দেশে তো কোন কাজ নেই। তিনি বলেন, বিদেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে আমাদের অবস্থা এমন দাঁড়াচ্ছে যে, আগামীতে ধান চাষের ওপরও নিয়ন্ত্রণ চলে আসবে। দাতারা বলবে, তোমাদের দেশে এ ধান চাষ করা যাবে না। অন্য চাষাবাদ করতে হবে ইত্যাদি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নতুন শিক্ষানীতি যুগোপযোগী করে প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি নতুন শিক্ষানীতিকে অত্যন্ত ব্যয়বহুল হিসেবে উল্লেখ করে এতে ব্যবসায়ীদের আর্থিক সহায়তা কামনা করেন। তিনি বলেন, বিত্তবানরা বিভিন্ন এলাকায় নিজ উদ্যোগে তাদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে সরকার সহায়তা করবে।

তিনি বলেন, আজকাল কলেজ-স্কুল সরকারিকরণের একটি প্রবণতা দেখা যায়। অথচ সমীক্ষায় দেখা গেছে কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ হওয়ার পরপরই মান নিচে নামতে থাকে।

আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, বাংলাদেশ থেকে শুধু ভারতেই বর্তমানে ৩ লাখ ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করতে যায়। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হলে বিদেশে লেখাপড়ার প্রবণতা কমে যেত।

সভায় এফবিসিসিআইর সহ-সভাপতি কে এম মুমিন, পরিচালক দেওয়ান সুলতান আহমদ, শহিদুল ইসলাম মিলন, গোলাম দস্তগীর গাজি, আবুল কাশেম আহমদ, আবদুল হক, আফজাল হোসেন, আবু মোতালেব প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।